বামন্দি কৃষি ব্যাংকে বিদেশ থেকে পাঠানো টাকা চুরি

মেহেরপুরের গাংনীর বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বামন্দি শাখাতে বিদেশ থেকে পাঠানো টাকা মালিক তোলার আগেই অন্য কেউ চুরি করে তুলে নিয়ে গেছে এমন অভিযোগ উঠেছে। গত সোমবার সকালে ঘটনাটি ঘটেছে।

উপজেলার মহাম্মদপুর গ্রামের ভুক্তভোগী রেবেকা খাতুন জানান, তার প্রবাসী স্বামী রবিউল ইসলাম মালয়েশিয়া থেকে টাকা পাঠিয়ে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করে নেওয়ার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি অগ্রণী ব্যাংক থেকে টাকা তুলতে গিয়ে শাখা ব্যবস্থাপক জানান তার স্বামীর পাঠানো টাকা ১১/১১/২০১৯ ইং তারিখে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করে নেওয়া হয়েছে। রেবেকা খাতুন টাকা কোন ব্যাংক থেকে টাকা উত্তোলন করা হয়েছে জানতে চাইলে ম্যানেজার জানান বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক বামন্দি শাখা থেকে উত্তোলন করা হয়েছে।

পরে তিনি কৃষি ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক সিদ্দিকুর রহমানের নিকট ঘটনা খুলে বলেন। তখন শাখা ব্যবস্থাপক বিষয়টি নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কর্মকর্তা কর্মচারীদের সাথে আলোচনা করেন। পরে নিচতলাতে মিতালী বস্ত্রালয়ের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ থেকে তিনি কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পান।

এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কৃষি ব্যাংকের শাখা ব্যবস্থাপক সিদ্দিকুর রহমান সাংবাদিকদের জানান, সেকেন্ড অফিসার মেহেরাব হোসেনের কাছ থেকে পাওয়া ও সিসিটিভির ফুটেজ ও ভুক্তভোগী রেবেকা খাতুনের সাথে আলোচনা করে আমরা নিশ্চিত হতে পেরেছি আসল দোষী কোন ব্যক্তি।

জানতে চাইলে রেবেকা খাতুন জানান, প্রকৃত দোষী ব্যক্তি জোড়পুকুরিয়া গ্রামের সাইর পাড়ার ডা. আক্কাস আলীর ছেলে উজ্জল হোসেন। তিনিও তার স্বামীর সাথে দীর্ঘ দিন একই রুমে মালয়েশিয়াতে ছিলেন। মালয়েশিয়াতে থাকাকালিন উজ্জল তার স্বামী রবিউল ইসলামের মোবাইলে কিছু করে রেখেছে। তার স্বামী দেশে টাকা পাঠালে সে হয়তো বুঝতে পারে।

তবে কৃষি ব্যাংকের ব্যবস্থাপক বলেন, এ বিষয়টি এডিশনাল এসপি জনাব মো: মোস্তাফিজুর রহমানকে মৌখিকভাবে জানিয়েছি তাই বিষয়টি আইনগতভাবে নিষ্পত্তি করতে চান। তিনি আরও জানান একটি মাধ্যম দোষী

ব্যক্তির কোন শাস্তি ছাড়াই টাকাগুলো ফিরিয়ে দেওয়ার শর্তে তাঁর সাথে দিন দরবার চালিয়ে যাচ্ছেন তবে তিনি বিষয়টির আইনগত ভাবেই সুরাহা করার জন্য মতামত ব্যক্ত করেন তিনি।

গাংনী প্রতিনিধি

খুলনা বিভাগের সেরা তরুন করদাতা আরিফ শেখ

খুলনা বিভাগের সেরা তরুন করদাতা হিসেবে সম্মাননা পেলেন মেহেরপুরের আরিফ শেখ। বুধবার সকালে খুলনার সিটি ইন হোটেলে এক অনুষ্ঠানে সেরা করদাতার সম্মাননা পুরুষ্কার তুলে দেন খুলনা সিটি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন আঞ্চলিক কর কমিশনার প্রশান্ত কুমার রায়। আরিফ ২০১৮-১৯ কর বছরে সেরা করদাতা নির্বাচিত হয়েছেন।
আরিফ শেখ মেহেরপুর শহরের বোসপাড়ার আবুল কাশেমের ছেলে।
আয়কর প্রদানকারী করদাতাদের পুরস্কার প্রদান নীতিমালা ২০১৮ এর বিধান অনুযায়ী আয়কর প্রদানকারী ৪০ বছরের নিচে মেহেরপুর জেলার প্রথমবারের জন্য আরিফ শেখ এ সম্মাননা লাভ করেন।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

মেহেরপুরে অতিরিক্ত শব্দদূষণে স্বাস্থ্যঝুঁকির আশঙ্কা

সরকারি যানবাহনেও নিয়ম মেনে হর্ণ ব্যবহার হচ্ছে না। যার যার ইচ্ছে মত গাড়িতে হাইড্রোলিক হর্ন ব্যবহার করছেন। আর হর্নের বিকট

শব্দে অতিষ্ঠ লাখ লাখ মানুষ। এ বিষয়ে প্রশাসনও কার্যকরি কোন পদক্ষেপ নিচ্ছে না । তবে আশার বাণি শুনিয়েছেন জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার।

সরেজমিনে মেহেরপুর শহরের প্রাণকেন্দ্র ড. শহীদ সামসুজ্জোহা পার্কের সামনে প্রধান সড়কে দাঁড়িয়ে দেখা যায়- ব্যাটারি চালিত ইজিবাইক, লেগুনা, নসিমন-করিমন, মটর সাইকেলে কারো এ্যাম্বুলেন্সের, কারো ট্রাকের, কারোবা পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের গাড়ির হর্ণ লাগানো।
এসব হর্ণ বাজিয়ে দ্রæত গতিতে চলছে ছোট ছোট যানবাহন। কেউ পথ না ছাড়লে তাকে দেয়া হয় হুমকি ধামকি। দ্রæতগতিতে শহরের মধ্যে চলাচল করতে গিয়ে দুর্ঘটনাও ঘটছে অহরহ।

ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় ছাত্র রাজনীতির সাথে জড়িত মেহেরাব হোসেন হোটেল বাজার থেকে মহিলা কলেজ মোড়ে যাবে। মটর সাইকেলে ট্রাকের হর্ন বাজিয়ে সামনে জায়গা করে নেওয়ার চেষ্টা করছিল। সামনে থেকে বুঝার উপায় ছিল না যে মটর সাইকেলের হর্ন বাজানো হচ্ছে না মালবাহী ট্রাকের। তার সামনে থাকা বেশিরভাগ ব্যাটারী চালিত ইজিবাইক, মোটর সাইকেল পেছনে ট্রাক মনে করে তাকে পথ দিচ্ছিল। কারণ তার মটর সাইকেল থেকে ট্রাকের হর্ন বাজানো হচ্ছিল।

শহরের প্রাণকেন্দ্রে নগর উদ্যানের সামনে জানতে চাইলে মেহেরাব বলেন- ভাই রাস্তায় যানজট লেগেই আছে তাই ট্রাকের হর্ণ লাগিয়েছি যাতে সহজে বের হওয়া যায় অনেকের আগে।

সুফলও পাওয়া যায়। এ হর্ণ শুনলে সামনের মানুষ ও যানবাহন পথ ছেড়ে দেয়।
ট্রাকের হাইড্রোলিক হর্ন মানুষের অনেক ক্ষতি হয় তাছাড়া এ হর্ণ ব্যবহার করা আইনত অপরাধ তার পরও আপনি কেন এ হর্ণ লাগিয়েছেন প্রশ্নে তিনি বলেন, অনেকে মটর সাইকেলে এ্যাম্বুলেন্সের হর্ন লাগায় আবার অনেকে ফায়ার সার্ভিসের গাড়ি ও পুলিশের গাড়ির হর্ণ ও মিউজিক বাজায় তখন শব্দ দুষণ হয় না, আমার এটায় আপনার সমস্যা মনে হলো? পাল্টা প্রশ্ন রেখে বলেন- এই হর্ণ বাজানো অপরাধ জানি।

আইন অমান্য করায় আমার সর্বচ্চ জরিমানা হবে ১শ টাকা। কিন্তু কেউ তো জরিমানা করেনা। মটর সাইকেল ছাড়াও এখন বাই সাইকেলেও তো এমন হর্ণ লাগানো হচ্ছে। মেহেরপুর শহরে চলাচলকারী অন্তত ৪০ভাগ মোটর সাইকেলে এমন ভিন্নধর্শী হর্ণ ব্যবহার হচ্ছে।

রাতের নীরবতাকেও ফালাফালা করে ঢুকে পড়ছে মটর সাইকেলে লাগানো ট্রাক, অ্যাম্বুলেন্স ও পুলিশের গাড়ির হর্ণ। সংশ্লিষ্ট প্রশাসনসহ কারো মাথাব্যথা নেই মোটর সাইকেলে ট্রাক, ফায়ার সার্ভিস, এ্যাম্বুলেন্সের হর্ণ লাগানো বিষয়ে।

বরং ক্ষমতাসীন দলেরও কেউ কেউ এই হর্ণ ব্যবহার করছেন। এরা শব্দদূষণের কোনও সময়সীমাও মানছেনা। আইন অনুযায়ি হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সরকার নির্ধারিত কিছু প্রতিষ্ঠান থেকে ১০০ মিটার পর্যন্ত নীরব এলাকা হিসেবে চিহ্নিত। এসব জায়গায় জোরে হর্ন বাজানো সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকলেও সেই নিয়মও মানা হচ্ছেনা।

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের মেডিকেল অফিসার সজিব উদ্দীন স্বাধীন জানান- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী কোনো এলাকায় ৬০ ডেসিবেল মাত্রার বেশি শব্দ হলে সেই এলাকা দূষণের আওতায় চিহ্নিত হবে।

৬০ ডেসিবেল শব্দ মানুষের সাময়িক শ্রবণশক্তি নষ্ট হতে পারে এবং ১০০ ডেসিবেল শব্দে চিরতরে শ্রবণশক্তি হারাতে পারে। বিষয়টি দেখবালের দায়িত্ব আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী সংস্থার। মেহেরপুর জেলা মটর যান পরিদর্শক সালাউদ্দীন প্রিন্স জানান হর্ণ সরকারের পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও অ্যাম্বুলেন্সের নিজ নিজ শব্দের হর্ণ আছে। এগুলো অন্যকোন পরিবহনে ব্যবহার নিষিদ্ধ।

মেহেরপুরের পুলিশ সুপার এস এম মুরাদ আলী বলেন- মেহেরপুরে না থাকলেও বেশ কয়েকটি জেলাতে বিচার বিভাগের গাড়িতেও ট্রাকের হর্ণ বাজানো দেখেছি। পুলিশ, অ্যাম্বুলেন্স, ফায়ার সার্ভিসের গাড়ির হর্ণ অন্য কোন গাড়িতে লাগানো বা বাজানো আইনত দÐনীয়।

গাড়ির কাগজপত্র ও ফিটনেসের পাশাপাশি এসব হর্ণ বাজানো বন্ধে পদক্ষেপ নেয়া হবে।
মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক মো. আতাউল গণিও এসব হর্ণ ব্যবহারকারীদের বিরুদ্ধে কঠিন পদক্ষেপ নেয়ার উপরোক্তি বাণি শুনিয়ে বলেন- কিছু উঠতি যুবক এসব হর্ণ বাজিযে সাপের মতো একিয়ে বেকিয়ে মোটর বাইক চালায়। এরাই পথ দূর্ঘটার অন্যতম আরও একটা কারণ।

- নিজেস্ব প্রতিবেদক

রাষ্ট্র কিভাবে চলবে তা পরিষ্কার করা আছে

আমার দেশ এখন সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানের বসবাস। ইতিহাস বলে, এখানে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পীর আওলিয়াগন দাওয়াতের মাধ্যমে এদেশে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছেন, কোন জোর জুলুম বা নিজ সংবিধানকে অন্যের উপর চাপিয়ে দেয়ার মাধ্যমে নয়।

আমার প্রিয় নবীরাও দাওয়াতের ও নিজেদের চরিত্র, কাজের মাধ্যমে প্রমাণ করে ইসলাম প্রতিষ্ঠিত করেছেন। আমরাও যদি নিজেদের উত্তমরুপে তুলে ধরতে পারি অবশ্যই ইসলাম দেশে ও বিশ্বে প্রতিষ্ঠিত হবে।

রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম হবে নাকি অন্যকিছু হবে এ নিয়ে পুনরায় আলোচনার ঝড় উঠেছে। ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে রাখার পক্ষে-বিপক্ষে বিভিন্ন ধরনের মতামত শোনা যাচ্ছে। রাষ্ট্র সবাইকে নিয়ে সবার জন্য সব ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের জন্য।

আমার ধর্ম আমি করবো। মুসলমান হিসেবে আমাদের বিয়ে হবে মুসলিম আইনে, সম্পত্তি বন্টন ইত্যাদি হবে মসলিম আইনে। অন্যরা করবে তাদের নিজ আইন বা রীতিতে। রাষ্ট্র দেখবে ব্যবস্থাপনা, প্রত্যেকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা, অন্যের অনুভুতিতে আঘাত না আসে তার ব্যবস্থা করা।

মানবজাতিকে অন্যায়, অবিচার, অশান্তি থেকে মুক্তি দেওয়ার লক্ষ্যে যুগে যুগে আল্লাহ নবী-রসুল পাঠিয়ে মানুষকে সত্য দ্বীন দান করেছেন। আল্লাহর সত্য দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হলে মানবজীবনে যে অনিবার্য শান্তি নেমে আসে ইসলাম হলো সেই শান্তির নাম। এ কারণে আক্ষরিকভাবেই ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি।

প্রত্যেক বস্তুর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, গুণ বা ধর্ম আছে। রাষ্ট্রেরও ধর্ম আছে। রাষ্ট্র জনগণকে ন্যায়, শান্তি, সুবিচার ও নিরাপত্তার মধ্যে রাখবে- এটা রাষ্ট্রের প্রধান ধর্ম। এই ধর্মকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যেই রাষ্ট্র গঠিত হয়।

ইসলাম’ একটি পুর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা। এতে যেমন ব্যক্তিগত জীবনাচার আছে, আছে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় নীতিমালাও। মুসলিমরা তাদের আইনে চলতে পারে ও অন্যরা তাদের রীতি-নীতিতে চলতে পারে সরকার তার দায়িত্ব নিবে। সংখ্যালঘু ও সংখ্যাগুরু সবার জন্য রাষ্ট্রসংবিধান সমান।

মুসলিম হিসাবে আমার সংবিধান পবিত্র আল-কোরআন, হিন্দুদের বেদ, খৃস্টানের বাইবেল। আমি যেন কোরআন সুন্না অনুযায়ী চলতে পারি সেই গ্যারান্টি রাষ্ট্রকেই দিতেই হবে। অন্যদের বেলাও তাদেরটাও তাই। কিন্তু সরকারগুলো বিভিন্ন পন্থায় চেষ্টা চালায় জনগণের ধর্মীয় সেন্টিমেন্টকে নিজের পক্ষে রাখতে।

ভোটের রাজনীতিতে ধর্ম যেহেতু বিরাট একটি ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়ায়, কাজেই রাজনীতির অন্য সব অঙ্গনের মত ধর্মকে কেন্দ্র করেও বিভিন্ন প্রতারণা মূলক পন্থা অবলম্বন করা হয়। রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামের নাম ঘোষণা করা, এতে না ইসলামের কোনো লাভ হয়, আর না রাষ্ট্রের কোনো বুনিয়াদী পরিবর্তন ঘটে। বরং মুসলিমরা যদি সত্যিকার ইমানদার হয়, নিজেদের পরিপূর্ণভাবে ইসলামের রুজূকে ধারণ করে তাতেই সফলতা আসবে, বিশ্ব ইসলামের দিকে ধাবিত হবে।

আমাদের দেশে মুসলমানদের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কাঠামোতে কিছু ত্রুটি পরিলক্ষিত, যা আলাপ আলোচনার সমাধান প্রয়োজন। যেমন, সুদ। সুদের সাথে বিন্দুমাত্র সম্পর্ক রাখাও ইসলামে হারাম। কিন্তু দেখা যাচ্ছে রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ভিত্তিই দাঁড়িয়ে আছে সুদের উপর। আবার কোর’আনে আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন সীসাঢালা প্রাচীরের মত ঐক্যবদ্ধ থাকতে। হাদীসে জাতির ঐক্যকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে রসুল এ পর্যন্ত বলেছেন যে, কোর’আনের আয়াতের অর্থ নিয়ে মতবিরোধ করা কুফর।

বিদায় হজ্বের ভাষণে বলেছেন- আমার পর তোমরা একে অপরকে হত্যা করে কুফরি কর না। অর্থাৎ ইসলামের হুকুম হচ্ছে ঐক্যবদ্ধ থাকা। কিন্তু বাস্তবে আমরা পাশ্চাত্যের তন্ত্র-মন্ত্র, মতবাদকে ভিত্তি করে বহুবিধ দল-উপদলে বিভক্ত এবং ধর্মীয়ভাবে শত শত ফেরকা-মাজহাবে বিভক্ত হয়ে আছি।

এক দলের মানুষের হাতে অহরহ প্রাণ হারাচ্ছে আরেক দলের মানুষ। তাহলে ইসলাম রইল কোথায়? আল্লাহ বলেছেন দান কর, ব্যয় কর, আমরা যক্ষের ধনের মত সম্পদ আঁকড়ে থাকি, আল্লাহ বলেছেন এতিমের প্রাপ্য সম্পদ বুঝিয়ে দাও, আমরা এতিমের সম্পদ ভোগ করার জন্য প্রয়োজনে

তাকে হত্যা করি, আল্লাহ বলছেন আল্লাহর রাস্তায় অর্থাৎ মানবতার কল্যাণে জীবন-সম্পদ ব্যয় করে শান্তি প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম কর, আমরা তা কি করছি?

আল্লাহ আমাদের শান্তিময় জীবন নিশ্চিত করার জন্য যে সত্য দ্বীন প্রেরণ করেছেন তাকে কাগজের পাতায় সীমাবদ্ধ করে রাখলেই শান্তি এসে যাবে না। তাকে বাস্তবে প্রয়োগ করতে হবে।

সংখ্যাগুরুর দাপটে আমাদের মতামত যদি রাষ্ট্রের উপর চাপিয়ে দিই। ভারত, আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা যদি তাদের সংখ্যাগুরুর ধর্মীয় মতামত রাষ্ট্রের উপর চাপায়, তাতে কি আমরা মেনে নিবো বা বিশ্বে শান্তি বিরাজ করবে?

বরং দাওয়াতের মাধ্যমেই ইসলাম বিস্তার সম্ভব বলে আমি মনে করি।
– প্রকাশক মেহেরপুর প্রতিদিন

সাইকেল ভ্রমণে তিন বার্তা পৌঁছালেন তিন তরুণ-তরুণী

তিনটি সচেতনতা বার্তা নিয়ে তিন তরুণ-তরুণী আখাউড়া স্থলবন্দর থেকে সাইকেল ভ্রমণ করে পৌঁছেছেন মেহেরপুরের মুজিবনগরে। মুজিবনগরে পৌঁছানোর মধ্যে দিয়ে তারা এ কর্মসূচী শেষ করেন। সাইকেল ভ্রমণের মাঝে মাঝে তারা ছোট ছোট পথ সভায় মানুষজনের মাঝে এ বার্তা গুলো পৌঁছে দিয়েছেন তিন জন।

সাইকেল আরোহণকারী তিন তরুণ তরুনীদের মধ্যে সতিশ চাকমা, নাসরিন আকতার ও শিউলি শবনম। তাঁরা সকলের চট্টগ্রামের বাসিন্দা। এদের মধ্যে শিউলি শবনম সাংবাদিক। তিনি একুশে টিভিতে কাজ করেন। সতিশ চাকমা চট্রগ্রাম কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এবং নাসরিন আকতার চট্টগ্রাম হাজী মহুাম্মদ মহসীন কলেজের এমবিএ শিক্ষার্থী।
তিন জন তিনটি সচেতনতা বার্তা নিয়ে অনেক দিন ধরে কাজ করছেন।

তাদের সেই বার্তাগুলো সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে তারা সাইকেল ভ্রমণের

মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এর মধ্যে সতিশ চাকমা কাজ করছেন পরিবেশ সুস্থ রাখার জন্য। তিনি জানান, সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে হলে পরিবেশকে সুস্থ রাখার কোন বিকল্প নাই। ময়লা আবর্জনা একটি নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে এবং আগামি প্রজন্মকে সেই অভ্যাস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভুমিকা রাখতে হবে।

নাসরিন আকতার প্রাণীদের সংরক্ষণ বিষয়ে কাজ করছেন। তিনি জানান, মা কুকুর বিষ দিয়ে মেরে ফেলা হয়। সেটি না করে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণে তাদের না মেরে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তাদের প্রজননের সময় বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রাণী সংরক্ষণ আইন ২০১৯ এর যথাযথ বাস্থবায়নেও এগিয়ে আসতে হবে।

শিউলি শবনম নারীদের এগিয়ে নিতে কাজ করছেন। তিনি জানান, যে সকল সংস্কার নারীদের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে তাদের সমাজে পিছিয়ে রাখা হয়। সে সকল সংস্কারের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা করে তোলা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, গত ৮ নভেম্বর আখাউড়া স্থলবন্দর থেকে সাইকেল ভ্রমণ শুরু করেন তারা। সেখান থেকে নরসিংদি, টাঙ্গাইল, পাবনার ঈশ্বরদি হয়ে ১১ নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় তারা মেহেরপুর শহরে পৌঁছান। পরে তাঁরা মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের কর্মসূচীর বিষয়ে উপস্থাপন করেন। মঙ্গলবার সকালে মুজিবনগরের উদ্দেশ্যে মেহেরপুর ত্যাগ করে এবং মুজিবনগর স্মৃতি সৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে তাদের এ ভ্রমণ শেষ হয়।

- ওবাইদুল, মেহেরপুর

সাইকেল ভ্রমণে তিন বার্তা পৌছালেন তিন তরুণ-তরুণী

তিনটি সচেতনতা বার্তা নিয়ে তিন তরুণ-তরুণী আখাউড়া স্থলবন্দর থেকে সাইকেল ভ্রমণ করে পৌছেছেন মেহেরপুরের মুজিবনগরে। মুজিবনগরে পৌছানোর মধ্যে দিয়ে তারা এ কর্মসূচী শেষ করেন। সাইকেল ভ্রমণের মাঝে মাঝে তারা ছোট ছোট পথ সভায় মানুষজনের মাঝে এ বার্তা গুলো

পৌছে দিয়েছেন তিন জন।

সাইকেল আরোহণকারী তিন তরুণ তরুনীদের মধ্যে সতিশ চাকমা, নাসরিন আকতার ও শিউলি শবনম। তাঁরা সকলের চট্টগ্রামের বাসিন্দা। এদের মধ্যে শিউলি শবনম সাংবাদিক। তিনি একুশে টিভিতে কাজ করেন। সতিশ চাকমা চট্রগ্রাম কলেজের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের এবং নাসরিন আকতার চট্টগ্রাম হাজী মহুাম্মদ মহসীন কলেজের এমবিএ শিক্ষার্থী।

তিন জন তিনটি সচেতনতা বার্তা নিয়ে অনেক দিন ধরে কাজ করছেন। তাদের সেই বার্তাগুলো সারাদেশে ছড়িয়ে দিতে তারা সাইকেল ভ্রমণের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এর মধ্যে সতিশ চাকমা কাজ করছেন পরিবেশ সুস্থ রাখার জন্য। তিনি জানান, সুস্থভাবে বেঁচে থাকতে হলে পরিবেশকে সুস্থ রাখার কোন বিকল্প নাই। ময়লা আবর্জনা একটি নির্দিষ্ট স্থানে ফেলতে হবে এবং আগামি প্রজন্মকে সেই অভ্যস গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভুমিকা রাখতে হবে।

নাসরিন আকতার কাজ করছেন প্রাণীদের সংরক্ষণ বিষয়ে তিনি কাজ করছেন। তিনি জানান, মা কুকুর বিষ দিয়ে মেরে ফেলা হয়। সেটি না করে জীব বৈচিত্র্য সংরক্ষণে তাদের না মেরে বাঁচিয়ে রাখতে হবে। তাদের প্রজননের সময় বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রাণী সংরক্ষণ আইন ২০১৯ এর যথাযথ বাস্থবায়নেও এগিয়ে আসতে হবে।

শিউলি শবনম নারীদের এগিয়ে নিতে কাজ করছেন। তিনি জানান, যে সকল সংস্কার নারীদের বিরুদ্ধে কাজে লাগিয়ে তাদের সমাজে পিছিয়ে রাখা হয়। সে সকল সংস্কারের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা করে তোলা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, গত ৮ নভেম্বর আখাউড়া স্থলবন্দর থেকে সাইকেল ভ্রমণ শুরু করেন তারা। সেখান থেকে নরসিংদি, টাঙ্গাইল, পাবনার ঈশ্বরদি হয়ে ১১ নভেম্বর সোমবার সন্ধ্যায় তারা মেহেরপুর শহরে পৌছান। পরে তনারা মেহেরপুর জেলা প্রেস ক্লাবের সাংবাদিকদের সাথে সাক্ষাৎ করে তাদের কর্মসূচীর বিষয়ে উপস্থাপন করেন। মঙ্গলবার সকালে মুজিবনগরের উদ্দেশ্যে মেহেরপুর ত্যাগ করে এবং মুজিবনগর স্মৃতি সৌধে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করে তাদের এ ভ্রমণ শেষ হয়।

-নিজস্ব প্রতিনিধি

ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় দুই ট্রেনের সংঘর্ষে নিহত ১৫

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার কসবায় চট্টগ্রাম থেকে ঢাকা অভিমুখী ‘তুর্ণা নিশীথা’র সঙ্গে সিলেট থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখে যাত্রা করা ‘উদয়ন এক্সপ্রেস’ ট্রেনের সংঘর্ষ হয়েছে। এ ঘটনায় ১৫ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন শতাধিক মানুষ।

সোমবার (১১ নভেম্বর) রাত ৩টার দিকে উপজেলার মন্দবাগ এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মৃতদের নাম পরিচয় জানা যায়নি। এদিকে, দুর্ঘটনার পর থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম এবং চট্টগ্রাম-সিলেটের সঙ্গে রেল যোগাযোগ বন্ধ রয়েছে।

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার জেলা প্রশাসক হায়াত-উদ-দৌলা খাঁন বাংলানিউজকে জানান, মৃতদের মধ্যে নয়জন ঘটনাস্থলে, সদর হাসপাতালে দুইজন, কসবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে তিনজন এবং কুমিল্লা সদর হাসপাতালে একজন মারা যান।

জানা যায়, উদয়ন এক্সপ্রেস ট্রেনটি তুর্ণা নিশীথাকে সাইড দিচ্ছিলো। তখন উদয়ন ট্রেনের অর্ধেক বগি অন্য লাইনে ঢোকার পর বাকি বগিগুলোতে তুর্ণা নিশীথা ধাক্কা দেয়। এতে দুটি বগি দুমড়ে-মুচড়ে যায়।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া ফায়ার সর্ভিসের উপ-সহকারী পরিচালক তানহারুল ইসলাম বাংলানিউজকে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, এ ঘটনায় হতাহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে।

আখাউড়া রেলওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শ্যমল কান্তি দাস বাংলানিউজকে জানান, দুইটি ট্রেনের কয়েকটি বগি লাইনচ্যুত হয়েছে। দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়া বগির নিচে আরও মরদেহ থাকতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। হতাহতদের উদ্ধারে স্থানীয়রাসহ পুলিশ, ফায়ার সার্ভিস ও রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ কাজ করছে।

- নিউজ ডেক্স

মেহেরপুরে যুবলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

মেহেরপুরে যুবলীগের ৪৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষীকি পালন করা হয়েছে। মঙ্গলবার সন্ধায় জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটনের নেতৃত্বে পৌরসভার সম্মেলন কক্ষে কেক কেটে প্রতিষ্ঠা বার্ষীকি পালন করা হয়।

এর যুবলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষীকি উপলক্ষে সংক্ষিপ্ত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়।

এসময় বক্তব্য দেন জেলা যুবলীগের আহবায়ক মাহফুজুর রহমান রিটন, জেলা যুবলীগের সদস্য ইয়ানুস আলী,মাহাবুব হাসান ডালিম, যুবলীগ নেতা হিলন, সদর উপজেলা যুবলীগের যুগ্ম আহবায়ক মিজানুর রহমান অপু, সদর উপজেলা যুবলীগের আহবায় মিজানুজ্জামান অপু, কাউন্সিলর আল মামুন।

এসময় উপস্থিত ছিলেন, বিভিন্ন ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি-সাধারণ সম্পাদক সহ যুবলীগের নেতা কর্মিরা।

- নিজস্ব প্রতিনিধি

গাংনীতে যুবলীগের প্রতিষ্ঠা

বার্ষিকীতে এমপি সাহিদুজ্জামানের ব্যাপক সমালোচনা

মেহেরপুরের গাংনীতে আওয়ামী যুবলীগের ৪৭ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে।
সোমবার বিকেলে বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ গাংনী উপজেলা শাখা আয়োজিত অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন সাবেক এমপি বীর মুক্তিযোদ্ধা ও সাবেক জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ মকবুল হোসেন।
প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ খালেক।
উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোঃ মোশাররফ হোসেন এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাজী মোঃ শফি কামাল পলাশ এর সঞ্চালনায় অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমীন,আওয়ামী লীগ নেতা শহিদুল ইসলাম শাহ, মুক্তিযোদ্ধা স্মৃতি পাঠাগারের সভাপতি ইয়াছিন রেজা,সাবেক মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার হাবিবুর রহমান, সাবেক পৌর মেয়র আহম্মেদ আলি,মটমুড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি আবুল হাশেম, সাবেক ছাত্র নেতা ইসমাইল হোসেন, উপজেলা ছাত্রলীগের সভাপতি তৌহিদুল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক বিপ্লব হোসেন, পৌর ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক ইমরান হাবিব, ছাত্রলীগ নেতা আসিফ ইকবাল অনিক প্রমুখ।
আলোচনা সভায় বক্তারা বর্তমান এমপি সাহিদুজ্জামান খোকনের কর্মকান্ড নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা করে বলেন, কয়দিন হলো সংসদ সদস্য হয়ে তিনি আলাদিনের চেরাগ হাতে পেয়েছেন। নির্বাচিত হওয়ার আগেও তিনি বিভিন্ন নেতাদের কাছে হাত পেতে টাকা নিয়েছেন। আর তিনি গাংনীর আওয়ামী লীগকে যারা সু-সংগঠিত করে রেখেছে তাদের বিরুদ্ধে তিনি কথা বলেন।
“সাবেক এমপি মকবুল হোসেন কে আওয়ামী লীগের রাজনীতিতে নিয়ে আসা হয়েছে” এমপি সাহিদুজ্জামান খোকনের এমন বক্তব্যকে প্রতিবাদ জানিয়ে যুবলীগের সাধারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশ বলেন, সাবেক এমপি মকবুল হোসেন ৭৩ সালে আলমডাঙ্গা কলেজ ছাত্রলীগের জি এস ছিলেন ও তার পরিবারের ৭জন সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেয়। আর এমপি সাহিদুজ্জামান খোকন রাজাকারের ছেলে হয়ে কিভাবে বলে সাবেক এমপি

মকবুল হোসেন আওয়ামী লীগ করেনি।
বক্তারা বর্তমান এমপির সমালোচনা করতে গিয়ে বলেন এমপি সাহিদুজ্জামান বিভিন্ন বিদ্যালয়ে এমপিও ভুক্ত ও শিক্ষক নিয়োগ সহ বিভিন্ন নিয়োগের নামে জনগনের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকা নিয়েছেন বলে ফিরিস্তি তুলে ধরেন।
আলোচনা সভায় বক্তারা হুশিয়ারী উচ্চারণ করে এমপি সাহিদুজ্জামান খোকনকে বলেন রাজনীতির মাঠে গঠনমুলোক সমালোচনা করবেন। আওয়ামী লীগের কোন নেতাকে ভয় ভিতি দেখিয়ে লাভ হবেনা। রাজনীতি করতে এসে আপনার সাথে আওয়ামী লীগের পরিচয় জানতে হবেনা। এলাকার জনগন জানে কে কবে থেকে আওয়ামী লীগ করে।
এসময় জেলা আওয়ামী লীগের কৃষি বিষয়ক সম্পাদক ফজলুল হক,পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাবলু, সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, সাবেক এমপি মকবুল হোসেন এর একান্ত সহকারি ও জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সভাপতি সাহিদুজ্জামান শিপু, আওয়ামী লীগ নেতা মেহেদি হাসান, যুবলীগ নেতা আনোয়ার পাশা,রবিউল ইসলাম সহ বিভিন্ন ইউনিটে সভাপতি সাধারণ সম্পাদক সহ নেতা কর্মীরা উপস্থিৎ ছিলেন। অনুষ্ঠান শুরুর আগে জাতীয় ও যুবলীগের দলীয় পতাকা উত্তোলন শান্তির প্রতীক সাদা পায়রা উড়িয়ে অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন সাবেক এমপি ও বীর মুক্তিযোদ্ধা মকবুল হোসেন।
অনুষ্ঠান শেষে কেক কেটে নেতা কর্মীরা একে অপরের মুখে তা তুলে দেন।

গাংনী প্রতিনিধি

মেহেরপুরে মোহনা টেলিভিশনের ১০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন

নানা আয়োজনের মধ্যে দিয়ে মেহেরপুরে মোহনা টেলিভিশনের ১০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত হয়েছে।

সোমবার সকাল ১১ টায় দারুল ইয়াতিম খানা ও মাদ্রাসায় আলোচনা

সভা,দোয়া মাহফিল কেক কাটা ও বৃক্ষ রোপন কর্মসূচীর মধ্যে দিয়ে ১০ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়।

মোহনা টেলিভিশনের মেহেরপুর জেলা প্রতিনিধি ফারুক আহমেদ’র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন মাওলানা মো: রইস উদ্দীন।

এসময় মাওলনা দেলোয়ার হোসেন সহ এতিম খানার শিক্ষক শিক্ষার্থী,প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ার সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। পরে এতিম শিক্ষার্থীদের দিয়ে প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর কেক কাটা হয়।

কেক কাটা শেষে মোহনা টেলিভিশনের প্রয়াত পরিচালক জিয়া উদ্দীন মজুমদারের রুহের মাগফেরাত কামনা বিশেষ দোয়া ও মোনাজাত করা হয়। এছাড়া মাদ্রাসা চত্তরে ফলজ ও বনজ গাছের চারা রোপন করা হয়।

- নিজস্ব প্রতিনিধি